শেষের আকাশ

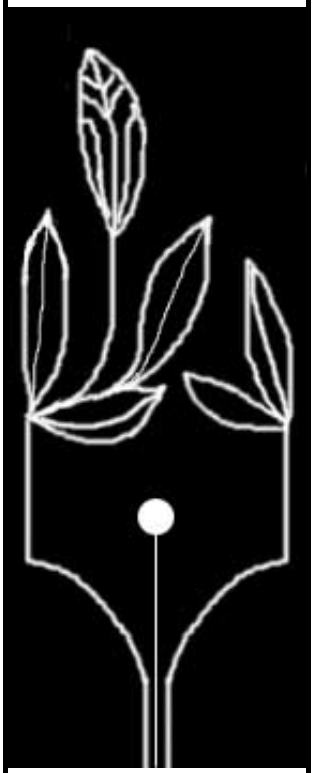

একবার নিচু গলা, বলে যদি কুয়াশার পার
থেকে আকাশের শেষ যাত্রা যার
কোনো নিপায় দিনে, দিনের ক্লান্তি নিরাকার
একটি প্রবেশ থেকে যার আর বিতানের দিকে
যদি কেউ আসে তবু, পথ-ও যাকে বলে না আসার
কোনো কথা; নির্বাপণ টানে শুধু কোনো অর্থ ম্লান ইশারার
অথবা কথার মতো তার শেষ দখিনদুয়ার
খোলা ভেবে যদি ভাসে দৃশ্য যার ম্লান পৃথিবীকে

একদিন বলেছিল যাও দুর, দুরত্বের ঘর
সাজাও নিজের মতো--সে নিজের অচেনা শিকড়
আর লুকিয়ে লুকিয়ে রাখো তারই প্রবাহেরশ্বাস
যেশ্বাস নদীর মতো--নদীর চড়ার মতো ঝড়
চিনে নিতে চাইলেও আঘাতের বাদলের ভর
রাখার আড়ালে যাবে তার শেষ--শেষের আকাশ।

২.
এ অবকাশের আলো যদি তার ভূভাগসাগরে বেঁধে রাখে, কোনো দিনে
কোনো রাত না-জানা চোখের পারাপার, যদি না চিনতে পারে
অনুসরণের কোনো পথরেখা, দিনলিপি যদি তার দিন থেকে, না সরে কখনো
যদি বা কখনো তার দিন যায় শেষের আকাশে, তবে

কারো অন্ধ-বাসনার কোনো দিন নিরাময় হবে।

প্রতি পলে পলে যত শস্যকণা যায়, ক্ষয়ের পরমে
যত আলো নিত্যদিন অন্ধকার গ্রহণের ক্ষোভ
শরীরের ক্ষোভ রক্ত অস্থি থেকে মুছে দেয় অচেনা আণব
কোনো কোনো নীরবতা অথবা তোমার দিকে নির্বাক, স্থাবর
আমার প্রহর গড়ে যদি কোনো শেষের আকাশ, তবে
আকাশের শেষ থেকে স্তব্ধতার দিন শু হবে।

সুমন ভট্টাচার্য

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com